সংবাদ

তারিখ 18 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চবির প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে ছাত্রলীগের বেধড়ক পিটুনি

প্রতিনিধি, চবি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) এক প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বেধড়ক পিটিয়েছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। গতকাল বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মো. মামুনের নেতৃত্বে ৮-১০ জন ছাত্রলীগ কর্মী তাকে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। আহত অবস্থায় তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, অফিস শেষে বিকেল তিনটার দিকে শহরগামী বাসের জন্য শহীন মিনার চত্বরে অপেক্ষা করছিলেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা নাসির উদ্দিন চৌধুরী। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মো. মামুনের নেতৃত্বে ৮-১০ জন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তার ওপর হামলা চালা।

নাসিরের ওপর হামলার কথা স্বীকার করে নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ করেন মামুন। তিনি দাবি করেন, নাসির বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নিয়োগ বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। দীর্ঘদিন ধরে তিনি টাকার বিনিময়ে জামায়াত-শিবিরপন্থি শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়ে আসছেন।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, ছাত্রলীগের পছন্দের প্রার্থীদের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দেয়ার কথা থাকলেও তা আটকে রাখেন নাছির উদ্দিন চৌধুরী। তাদের চাকরির বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্ষদ থেকে অনুমোদন দেয়া হলেও তা আটকে থাকায় ছাত্রলীগের ক্রীড়া সম্পাদক মো. মামুন ও সহ-সম্পাদক নাজিমুদ্দিন গতকাল ডেপুটি রেজিস্ট্রার নাছির উদ্দিনের সঙ্গে কথা বলতে যায়। একপর্যায়ে তারা তাকে চড়-থাপ্পড় ও কিল-ঘুষি দেয়।

এ ঘটনায় নাছির উদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার সমিতির কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার সমিতির সভাপতি একেএম মাহফুজুল হক জানান, একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। আগামীকাল (আজ) অফিসার সমিতির জরুরি সভা আহ্বান করা হয়েছে। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে কথা বলতে নাসির উদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সংবাদকে জানান, এ ব্যাপারে এখনও কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ সাপেক্ষে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগে কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে নাছির উদ্দিন চৌধুরীকে চড়-থাপ্পড় দেয়। এ ঘটনায় ওই চাকরিপ্রার্থীরা চাকরি দেয়ার নামে তাদের কাছ থেকে টাকা গ্রহণের অভিযোগ করেন নাছির উদ্দিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে।